# ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ বদলে দিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা

● নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নিম্ন আয়ের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীরা জমা করেছেন ১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা। ১শ-২শ টাকা করে এ সঞ্চয় জমিয়েছেন তারা। সরকারের ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে জমা হয়েছে এ বিপুল পরিমাণ সঞ্চয়। এ প্রকল্প বদলে দিয়েছে প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা।

**নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ১শ-২শ করে সাড়ে ১৩ কোটি টাকা সঞ্চয়**

সঞ্চয় থেকে আবার ঋণ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন আয়ের পেশাজীবীদের। তারা সঞ্চয় ব্যবহার করে আয় বাড়াচ্ছেন। আবারও সঞ্চয় করছেন। এ ছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমাধান করা হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাও।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার পিলকুনি এলাকার বাসিন্দা মোস্তফা কামাল ‘আমার বাড়ি আমার খামারের’ পিলকুনি সমিতির সদস্য হন ৯ বছর আগে। তাদের সমিতিটি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার প্রথম সমিতি। সমিতির সদস্য হওয়ার আগে তিনি পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকরি করতেন। তখন বিয়ে করেছেন। এক মেয়ে হয়েছে। এই বেতনে সংসার চলছিল না। অভাব লেগেই থাকত। ভাবছিলেন একটা বাছুর কিনে তা লালন-পালন করে বড় করে বিক্রি করবেন। কিন্তু বাছুর কেনার মতো টাকা তার ছিল না। সে সময়টাতে তিনি ঋণের আশায় সমিতির সদস্য হন। তখন সঞ্চয় হিসেবে মাসিক সর্বনিম্ন ৫০ ও ১শ টাকা দেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে কারও ইচ্ছা হলে তিনি বেশিও সঞ্চয় করতে পারেন। মোস্তফা কামাল ও তার স্ত্রী চাকরির পাশাপাশি টুকিটাকি কাজ করে সমিতিতে পাঁচ হাজার টাকা জমালেন। সমিতির কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ পেলেন। বাছুর কিনে পালন করে বড় করে ঈদুল আজহার সময় হাটে বিক্রি করলেন। এরপর সমিতির ঋণ শোধ করে আবার নতুন করে বেশি পরিমাণে নিলেন।

মোস্তফা কামাল জানালেন, এভাবে প্রথমে গরু পালন করে বিক্রি ও পরে গরু পালনের সঙ্গে মাছ চাষ করে তার দিন ফিরেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

# 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প বদলে

শেষ পৃষ্ঠার পর

দুই মেয়ের এক মেয়ে ক্লাস সিক্সে এবং এক মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ছে। খামারে এই বছরের কোরবানির ঈদে বিক্রির জন্য তার ৬টি গরু রয়েছে। যেখানে আগে ভাড়া থাকতেন তার অদূরেই কিনেছেন চার শতক জমি। সংসারে এখন তার অভাব নেই।

তিনি এ কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এ ছাড়া উল্লেখ করলেন স্ত্রী মুকুল আক্তারের কথা। বললেন, আমার স্ত্রী আমার চেয়েও অনেক বেশি শ্রম দিয়েছে। নইলে আমার দিন ফিরত না।

মোস্তফা কামাল যে সমিতির সদস্য 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের সেই 'পিলকুনি সমিতি'র শুরু থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন সীমা সরকার। সমিতিতে এখন ৬০ জন সদস্য রয়েছে।

সীমা সরকার বললেন, সমিতির প্রায় সব সদস্যের গল্পটা মোস্তফা কামালের মতই। শুরুতে তাদের আয় কম ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদফতরের মাধ্যমে কবুতর পালন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, চায়ের দোকান ও মোবাইল ফোনের দোকান পরিচালনার ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরে প্রশিক্ষণ আর সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে তাদের সবার আয় বেড়েছে। কেউ প্রশিক্ষণ নেওয়া বিষয়টিকেই মূল পেশা হিসেবে নিয়েছেন, কেউ দ্বিতীয় পেশা হিসেবে নিয়েছেন। সমিতির দেওয়া ঋণের সুদ এনজিওদের চেয়ে কম ও জামানতবিহীন হওয়ায় সবাই এ সমিতি থেকে ঋণ নিতে আগ্রহী। তবে সমিতি থেকে এখন সত্তর থেকে আশি হাজার টাকাও ঋণ দেওয়া হয়। নারায়ণগঞ্জের মতো শহরাঞ্চলে কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দোকানের অ্যাডভান্স বা অন্যান্য খরচ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। তাই তারা সমিতি থেকে ঋণের সীমা এক লাখের বেশি করার বিষয়টি তুলে ধরেন।

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প স্থায়ী রূপ পেয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ জেলার সমন্বয়কারী তন্ময় সরকার জানান, নারায়ণগঞ্জ জেলায় এ প্রকল্পের মোট ৭৩৫টি সমিতি রয়েছে। প্রতিটি সমিতিতে ৪০ থেকে ৬০ জন করে সদস্য রয়েছে। সদস্যদের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। এসব সমিতিতে মোট ৩৪ হাজার সদস্য রয়েছে। এসব সদস্যের মাসিক কমপক্ষে ২শ টাকা সঞ্চয় করতে হবে। আগে তা মাসিক ৫০ ও ১শ টাকা ছিল। এভাবে নারায়ণগঞ্জে এই প্রকল্পের অধীন সমিতির সদস্যদের ১৩ কোটি ৪১ লাখ টাকা সঞ্চয় জমেছে।

তিনি জানান, সমিতির সদস্যরা ৪৮০০ টাকা করে জমালে তখন সরকারের পক্ষ থেকে সমিতিকে ৪৮০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এভাবে প্রতি সমিতির ৯ লাখ টাকার তহবিল গঠন করা হয়। যেটা থেকে শতকরা আট টাকা সুদে ঋণ দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে ৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ পরিশোধের হারও এখানে বেশ সন্তোষজনক। এ ছাড়া সমিতি থেকে ৩-৪ বার ঋণ নিয়ে যারা সময়মতো ফেরত দিয়েছেন তাদের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের এসএমই ঋণ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এসএমই ঋণের সুদের হার শতকরা পাঁচ টাকা। এসএমই ঋণ দেওয়া হয় কমপক্ষে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত।